যুগান্তর

JUN. 09 2002

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেশাখোরদের আসর

● সন্ধ্যার পরই ভিড় বাড়তে থাকে এদের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ। এক সময় এটি এক সুস্থ, সুন্দর ও মনোরম পরিবেশের অধিকারী ছিল, কিন্তু বর্তমানে আগের সেই সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ আর নেই। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় বেহাল অবস্থা চলে আসছে দীর্ঘদিন থেকে। এ নিয়ে পত্রপত্রিকায় কমবেশি লেখাও হয়েছে, কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি। মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম; শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং বুদ্ধিজীবী। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই এখানে গাঁজাখোর, ফেনসিডিলখোররা আসর জমায়। এসব কারণে অনেক মুসল্লি আসরের নামাজ পড়ে এ পথে আর পা বাড়ান না। তাছাড়াও গাঁজাখোররা দর্শনার্থীদের সঙ্গে প্রায়শই খারাপ ব্যবহার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার শেষ বর্ষের ছাত্র কামাল আক্ষেপের সঙ্গে জানালেন, এ অবস্থা চলতে থাকলে এখানে আসা বন্ধ হয়ে যাবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র জানালেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতায় আজকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গাঁজাখোরদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের আড্ডা নিত্যদিনের ঘটনায় পরিণত হয়েছে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণকারী আবুল কাশেম জানালেন, তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বললে তারা পাল্টা হুমকি দিতে থাকে। তিনি আরও জানালেন, সাম্প্রতিক সময়ে এখানে চুরি, ছিনতাইসহ নানা অপকর্ম সংঘটিত হচ্ছে। কর্তৃপক্ষ মাঝেমধ্যে পরিদর্শনের ফলে কিছুদিন তাদের আগমন বন্ধ থাকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার তা শুরু হয়। কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক সদিচ্ছা এবং কার্যকরী পদক্ষেপে এসব অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ হতে পারে বলে মুসল্লি এবং দর্শনার্থীরা বিশ্বাস করেন।

মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় চির নিদ্রায় শুয়ে আছেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, পটুয়া শিল্পী কামরুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য এবং বুদ্ধিজীবী। কিন্তু সন্ধ্যা হলেই এখানে গাঁজাখোর, ফেনসিডিলখোররা আসর জমায়।

সাহেদ আহমেদ চৌধুরী

দেশের